মানবাধিকার লংঘন

বেআইনি পুলিশি আটক, চিকিৎসকের অবহেলায় কয়েদির মৃত্যু।

গত ২০০০ সালের ৬ই জুন দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে কারাবাসকালীন রাজারহাট গ্যাস এজেন্সির ১,৫৮,০০০ টাকা তছরুপের অভিযোগে অভিযুক্ত রবিশংকর সিংহ নামক জনৈক কয়েদির চিকিৎসার অবহেলার কারণে মৃত্যু ঘটে। রবিশঙ্কর সিংহের স্ত্রী শ্রীমতি সুনয়না দেবী পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের নিকট লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের মূল বিষয়গুলি হল ঃ—

ক) ৫/৫/২০০০ থেকে ৯/৫/২০০০ পর্যন্ত রবিশঙ্কর সিংহকে এবং ৪/৫/২০০০ থেকে ৭/৫/২০০০ পর্যন্ত ও পুনরায় ৮/৫/২০০০ থেকে ১০/৫/২০০০ পর্যন্ত রবিশঙ্করের পিতা রামপ্রীত সিংহকে রাজারহাট থানায় অন্যায়ভাবে আটক রাখা।

খ) পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন রবিশঙ্কর ও তার পিতা রামপ্রীতের উপর পুলিশি নির্যাতন।

গ) ৮/৫/২০০০-এ সুনয়না দেবীর গৃহে চড়াও হয়ে তাঁকে ও. সি. মানিক পাত্রের মারধোর করা।

ঘ) কারাবাসকালীন রবিশঙ্করের চিকিৎসায় দমদম কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে তার মৃত্যু।

কমিশনের তদন্ত বিভাগ ৩৬ জন সাক্ষীকে জেরা করে। সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন রবিশঙ্করের আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা, রাজারহাট গ্যাস এজেন্সির মালিক, এবং রাজারহাট থানা ও এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ অফিসারগণ।

রাজারহাট গ্যাস এজেন্সির মালিক বিদ্যুৎ হালদারের ভাই বিকাশ হালদার রবিশঙ্কর সিংহ ওরফে মধুরেশ প্রসাদ সিংহকে ১, ৫৮,০০০ টাকা দেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রাজারহাট শাখায় জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু রবিশঙ্কর ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে সে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। বিদ্যুৎ হালদার পরে রাজারহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন, যার ভিত্তিতে রবিশঙ্কর সিংহের বিরুদ্ধে ৪/৫/২০০০ তারিখে ভারতীয় দন্ডবিধির ৪০৮ ধারার অধীন রাজারহাট থানা মামলা নং ১০৯ শুরু করা হয়।

পুলিশের বয়ান অনুযায়ী তদন্তকারী অফিসার এস. আই. মানিক পাত্র রবিশঙ্করকে ১০/৫/২০০০ সকালে গ্রেফতার করেন এবং জেরায় রবিশঙ্কর টাকা তছরুপের অভিযোগ স্বীকার করে এবং তার বাড়ীর লুকোনো জায়গা থেকে ১,৩৩,০০০ টাকার চারটি আজ্ঞাপত্র এবং নগদ ১৮,০০০ টাকা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। রবিশঙ্করকে পরে ১০/৫/২০০০ তারিখেই আদালতে তোলা হয় এবং সেখান থেকে তাকে আদালতের হেফাজতে পাঠানো হয়।

কমিশনের নিযুক্ত তদন্তকারী অফিসার অবশ্য রবিশঙ্করের আত্মীয়স্বজন, তার প্রতিবেশীদের এবং ঐ ঘটনার সময় পুলিশ হাজতে থাকা অন্য কয়েদিদের জেরা করে রবিশঙ্কর এবং তার পিতা রামপ্রীতকে ঐ সময়ে রাজারহাট থানায় আটক রাখার প্রমাণ পান, শুধু তাই নয়, তিনি আরও জানতে পারেন যে রবিশঙ্করের ভগিনীপতি বিনয় কুমার সিংহ থানায় তাদের দেখতে এলে তাকেও ৮/৫/২০০০ থেকে ১০/৫/২০০ রাত্রি পর্যন্ত থানায় অন্যায়ভাবে আটক করে রাখা হয়।

রবিশঙ্করের মাতুল নরেশ সিংহ ও শত্রুঘ্ন সিংহ এবং তার প্রতিবেশীরা যথাক্রমে অনিল রায়, শঙ্কর সিংহ, বিমলেশ ঠাকুর, কেদারনাথ মিশ্র, শ্রীমতি দেওন্তী দেবীর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে ৪/৫/২০০০-এ রাজারহাট গ্যাস এজেন্সির মালিক রবিশঙ্করের খোঁজে তার বাড়ী আসে এবং রবিশঙ্করকে না পেয়ে তার পিতা রামপ্রীতকে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং রামপ্রীতকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তার পিতাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে পরদিন ৫/৫/২০০০-এ রবিশঙ্কর তার মালিকের নিকট আত্মসমর্পন করে এবং সেখান থেকে পুলিশ তাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। পিতা-পুত্র দুজনকেই থানায় আটকে রাখা হয়। ৭/৫/২০০০ তারিখে দুপুর তিনটের সময় পুলিশ রামপ্রীতকে ছেড়ে দেয়। ৮/৫/২০০০ তারিখে প্রায় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ পুলিশ রবিশঙ্করের কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে আসে এবং রবিশঙ্করের স্ত্রী সুনয়না দেবীকে মারধর করে এবং ফিরে যাওয়ার সময় তাদের বাড়ী থেকে দুটি অ্যাটাচি কেস ও রবিশঙ্করের পিতা রামপ্রীতকে তুলে নিয়ে যায়। ১০/৫/২০০০ সকাল নটা নাগাদ পুলিশ রামপ্রীতকে সঙ্গে নিয়ে এবং একটা এ্যাটাচি কেস নিয়ে পুনরায় রবিশঙ্করের বাড়িতে আসে এবং দুইজন বহিরাগতের উপস্থিতিতে অ্যাটাচি কেস খুলে তার ভিতরে পাওয়া সকল কাগজপত্র এবং টাকাপয়সা বাজেয়াপ্ত করে থানায় ফিরে যায়।

৮/৫/২০০০-এ সুনয়না দেবীকে নিয়ে তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশী এয়ারপোর্ট থানায় যান এবং সেখানে সুনয়না দেবী তাঁকে পুলিশের মারধোর করার অভিযোগ জানিয়ে ডায়েরী করেন। এয়ারপোর্ট থানা তাঁকে দমদম পৌর হাসপাতালে পাঠায়।

সাক্ষীর কথা ঃ নরেশ সিংহ, শত্রুঘ্ন সিংহ, অনিল রায়, শঙ্কর সিংহ, বিমলেশ ঠাকুর, কেদারনাথ মিশ্র সকলেই রবিশঙ্কর ও তার পিতা রামপ্রীতকে থানা হাজতে ৪/৫/২০০০ থেকে ১০/৫/২০০০ পর্যন্ত আটক থাকতে দেখেছেন এবং এদের প্রত্যেকে থানায় অভিযুক্ত ও তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে পুলিশি জুলুমের শিকার হয়েছেন। যেমন অনিল রায় ও শত্রুঘ্ন সিংহকে এক রাত থানায় আটক থাকতে হয় এবং অন্যদের হুমকি দেওয়া হয় থানায় পুনরায় না আসার জন্য।

(তৃতীয় পাতার ১ম কলমে)

কমিশনের প্রগতি

দেখতে দেখতে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন ছয় বৎসরের বেশী সময় ধরে নিরলস কাজ করে এগিয়ে চলেছে। এখন ২০০২ সালের মাঝামাঝি অবস্থায় দাঁড়িয়ে এটুকু বেশ জোর গলায় বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত প্রান্তরের জনসাধারনও মানবাধিকার কমিশন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন। শুধু তাই নয় আমাদের এই মানবাধিকার কমিশন যে নিরপেক্ষতার এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান তাও জনসাধারণ বিশ্বাস করে। তবে এই প্রসঙ্গে এটা বলা দরকার যে সাধারন মানুষ মানবাধিকার কমিশনের প্রতি তার প্রত্যাশার মাত্রা এমন যায়গায় নিয়ে গেছে যে সবসময় ইচ্ছা থাকলেও কমিশনের পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। আরও একটিব্যাপার উল্লেখ করা দরকার যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঠিক মত প্রতিকার করতে গেলে মানবাধিকার বিষয়ে সর্বস্তরের নাগরিকদের আরও সচেতন করে তোলা একান্তই প্রয়োজন। একমাত্র তাহলেই মনে হয় মানবাধিকার রক্ষার কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

সম্প্রতি রাজ্যবিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে অভিযুক্ত কৌশিক গাঙ্গুলি, পরাশর ভট্টাচার্য ও টিঙ্কু ঘেষের বাবা মা তাদের সন্তানদের উপর পুলিশি হেফাজতে শারীরিক নির্যাতন ও তাদের নাগরিক স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ জানালে কমিশন সেগুলি গ্রহণ করে এবং নিজস্ব অনুসন্ধান শাখাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনও ঘটনা ঘটেছে কিনা তা তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেয়। কমিশনের এস. পি. শ্রী দীপক কুমার চাকী-র নেতৃত্বে গঠিত অনুসন্ধান দল ইতিমধ্যেই প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ করে কমিশনের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছে। তদন্তের বাকি কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।